JAN 1 1 2001

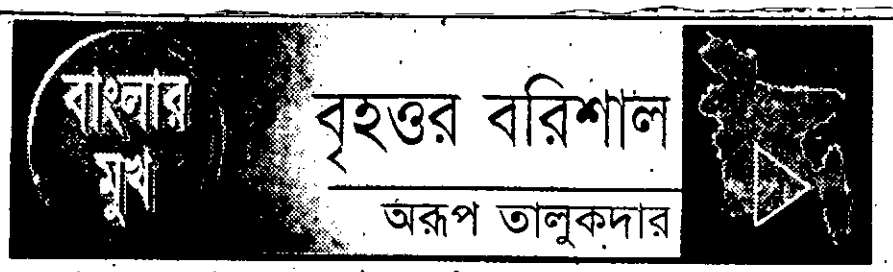

বরিশাল শিক্ষা বোর্ড ও অন্যান্য ভাবনা

দক্ষিণাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যে শিক্ষাবোর্ড স্থাপিত হয়েছে ১৯৯৯ সালের একেবারে শেষ দিকে সেই শিক্ষাবোর্ডের পুরোপুরি কার্যক্রম এবার থেকেই শুরু হচ্ছে। অর্থাৎ ২০০১ সাল থেকেই এ অঞ্চলের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের অধীনে। ২০০২ সালের এইচএসসি অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসের পরীক্ষার্থীরাও এই বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দেবে।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের জন্য পঞ্চাশেক কর্মকর্তা কর্মচারী এখন ভয়ানকরকম ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। এখানে এখন একজন চেয়ারম্যান, একজন করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপ ও সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, একজন সচিব, দুজন করে স্কুল এবং কলেজ পরিদর্শক ও একজন হিসাবরক্ষণ অফিসারসহ দশজন কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী রয়েছেন।

চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল সালাম জানালেন, খুবই পরিশ্রমের কাজ এখন আমাদের এই ক'জন মানুষের জন্য, কারণ যেখানে প্রায় আড়াইশ কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ করছেন যশোর শিক্ষা বোর্ডে সেখানে আমরা মাত্র এক পঞ্চমাংশ মানুষ এখানকার যাবতীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং বলা যায়, সাফল্যের সঙ্গেই।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এখন দু হাজারের মতো স্কুল এবং দুশ'র কাছাকাছি কলেজ রয়েছে। এতোগুলো স্কুল কলেজের নানা রকমের কাজ চালানোর জন্য আরো যে লোকবল প্রয়োজন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চলতি ২০০১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে প্রায় ৬০ হাজার পরীক্ষার্থী। এদের পরীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল কাজ করবে বরিশাল শিক্ষাবোর্ড। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী সময়ের জন্য এখানে রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। বর্তমান বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কিছু রেজিস্ট্রেশন এখানেই হয়েছে। তবে বেশিরভাগই হয়েছে যশোর শিক্ষাবোর্ডে। ২০০২ সালের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন পুরোটাই হচ্ছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে।

বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের নিজস্ব ভবন এখনো নির্মিত হয়নি। জায়গার খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে শহরের নবগ্রাম রোডে একটি চারতলা ভবনের তিনতলা জুড়ে বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম চলছে।

স্মরণ করা যেতে পারে বরিশাল তথা দক্ষিণাঞ্চলে একটি শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিন ধরে এই বিশাল অথচ অনেকটা অবহেলিত অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ জানিয়ে আসছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে, স্থানীয় সাংসদ ও রাজনৈতিক নেতানেত্রীবদের মাধ্যমে। হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা দিনের পর দিন বিভিন্নস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বরিশালে শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করার জন্য মিছিল মিটিং করেছেন, বিশেষ করে যখন বরিশাল একটি বিভাগীয় শহর হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। তাদের পরিশ্রম শেষাবধি সার্থক হয়েছে।

অন্যান্য অনেক জেলা বা অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলে স্কুল কলেজের সংখ্যা, সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা এবং তাদের শিক্ষাগতমান বেশি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের দাবিটি সহজে মেনে নেওয়া হচ্ছিল না। ফলে এ অঞ্চলের শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষদেরকে এই দাবি আদায়ের জন্য নামতে হয়েছিল রাস্তায়। অবশেষে ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে জাতীয় সংসদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির এক বৈঠকে এ অঞ্চলে একটি শিক্ষাবোর্ডের কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাংসদ নরুল ইসলাম নাহিদ সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী '৯৯ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বরিশালে আসেন কুষ্টিয়ার একটি সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুস সালাম।

চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল সালাম জানালেন, খুবই পরিশ্রমের কাজ এখন আমাদের এই ক'জন মানুষের জন্য, কারণ যেখানে প্রায় আড়াইশ কর্মকর্তা কর্মচারী কাজ করছেন যশোর শিক্ষা বোর্ডে সেখানে আমরা মাত্র এক পঞ্চমাংশ মানুষ এখানকার যাবতীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং বলা যায়, সাফল্যের সঙ্গেই।

শুরু হয়েছে নতুন আরেকটি বছর ২০০১ সাল। একুশ শতকের সূচনায় দাঁড়িয়ে এই বিশাল দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় এককোটি মানুষের চাওয়া পাওয়ার হিসেব মেলাতে গেলে দেখা যাবে তাদের কিছু চাওয়া পূরণ হয়েছে, পাওয়ার বাকি রয়ে গেছে আরো অনেক। ১৯৯৩ সালের ১লা জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে বরিশাল বিভাগ ঘোষিত হয়েছে বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা এবং বরগুণা, এ ছ'টি জেলা নিয়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, বরিশাল একটি বিভাগীয় শহর হিসেবে আরো মর্যাদাশীল এবং ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে এখনো বরিশাল শহর স্বীকৃত পায়নি করপোরেশন হিসেবে যদিও নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বরিশাল শহরটিকে করপোরেশনে উন্নীত করার। আশা করা যাচ্ছে, অতি অল্পসময়ের মধ্যে চূড়ান্ত ঘোষণাটি আসবে। ইতিমধ্যেই বরিশাল তথা এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বরিশাল-ফরিদপুর হাইওয়ের নির্মাণের। বরিশাল শহর থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরবর্তী দোয়ারিকা-শিকারপুর সেতু নির্মাণের, যার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়াও আছে ঝালকাঠির গাবখান সেতু, পটুয়াখালীর লাউকাঠি সেতু, পিরোজপুরে বলেশ্বর সেতু। এদিকে বরিশালের কীর্তন খোলা নদীর ওপর সেতুর কাজও শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এইসব বিশাল প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে এ অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত সহজ হবে বলেই আশা করা যাচ্ছে। অবহেলিত দক্ষিণের জনপদ যেন আধুনিক যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জেগে উঠছে এখন প্রতিদিন। ইতিমধ্যেই পটুয়াখালী টিভি রিলে স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। নির্মাণকাজ শেষে চালু হয়ে গেছে বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল কেন্দ্রটি। এখন এই বেতার কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন। প্রচারিত হচ্ছে পাঁচ ঘন্ট্যাব্যাপী বিরতিহীন অনুষ্ঠানমালা। শিক্ষাবোর্ড ছাড়াও চালু হয়েছে পটুয়াখালীর দুমকী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি।

সব মিলিয়ে বরিশাল বিভাগের ছ'টি জেলার প্রায় এক কোটি মানুষের আশা পূরণের বছর হিসেবে দেখা দিতে পারে এই নতুন বছরটি। হোক তা কিছু কম বা বেশি।

অরূপ তালুকদার : সাংবাদিক।